পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ষষ্ঠ অধ্যায় - ঈশ্বর ও নবীগণ বিষয়ক অশোভনীয়তা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৬. ১. ১. পাপীর অপরাধে নিরপরাধের শাস্তি

বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর পিতার অপরাধে সন্তানদেরকে শাস্তি দেন এবং পুত্রের অপরাধে পিতাকে হত্যা করেন। (যাত্রাপুস্তক ৩৪/৭; দ্বিতীয় বিবরণ ২৪/১৬; ২ শমূয়েল ১২/১১-১২ যিশাইয় ১৪/২১)। এমনকি পাপীর অপরাধে তার তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বংশধরদের শাস্তি দেন। (গণনাপুস্তক ১৪/১৮)।

আমেরিকান সমাজবিদ ও বাইবেল সমালোচক স্কট বিডস্ট্রাপ লেখেছেন, খ্রিষ্টান প্রচারকরা ব্যাখ্যা দেন যে, ঈশ্বর একের পাপে অন্যের শাস্তি দেন না। তবে পিতার অন্যায়ের কারণে অনেক সময় সন্তানরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। যেমন পিতা যদি তার সকল সম্পত্তি বিনষ্ট করেন তবে সন্তানরা পিতার এ অন্যায়ের কষ্ট ভোগ করেন। বিডস্ট্রাপ বলেন, বাইবেলের ঈশ্বর এর ঠিক বিপরীত কথাই বলেছেন। ঈশ্বর বলেননি যে, পিতার দুষ্কর্মের কারণে সন্তানরা কষ্ট পায়। বরং ঈশ্বর অত্যন্ত স্পষ্ট ও ব্যাখ্যাতীতভাবে বলেছেন যে, তিনি নিজেই পিতার অপরাধের শাস্তি সন্তানদেরকে প্রদান করেন। সর্বোপরি, ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা, মহানুভবতা ও সর্ব-কল্যাণকামিতার যে দাবি প্রচারকরা করেন তার সাথে তাদের এ কথা সাংঘর্ষিক।[1]

অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে অপরাধীর অপরাধে তার অধস্তন ১১ পুরুষ পর্যন্ত শাস্তি দান করেন। জারজ ব্যক্তি নিজে অপরাধী নয়; বরং তার পিতামাতা অপরাধী। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বর ব্যভিচারীকে শাস্তি দেন না। ঈশ্বরের অনেক ভাববাদী, ঈশ্বরের পুত্র, প্রথম পুত্র এবং ঈশ্বরের 'জাত' পুত্র ব্যভিচার ও ধর্ষণ করলেও ঈশ্বর তাঁদের কোনো শাস্তি দেননি। কিন্তু নিরপরাধ জারজ ব্যক্তি এবং দশম পুরুষ পর্যন্ত তার অধস্তন বংশধর সদাপ্রভুর বা মাবুদের সমাজে প্রবেশ করতে পারবে না বলে বিধান দিয়েছেন। (দ্বিতীয় বিবরণ ২৩/২)।

একজন গবেষক এর দু'টা চিত্র তুলে ধরেছেন। একজন জারজ সন্তানের দশম প্রজন্ম পর্যন্ত কয়েক হাজার বংশধর জন্মলাভ করে। আমরা দেখেছি যে, বাইবেলের বর্ণনায় মাত্র চার প্রজন্মে বনি-ইসরাইলদের সন্তানদের সংখ্যা ৭০ ব্যক্তি থেকে ২৫ লক্ষ হয়। তাহলে দশ প্রজন্মে এক কোটি হওয়া মোটেও অসম্ভব নয়। এভাবে আমরা দেখছি যে, বাইবেলের এ বিধান অনুসারে কোনোরূপ অপরাধ ছাড়াই লক্ষ লক্ষ মানব সন্তান মাবুদের সমাজে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হল।

এর বিপরীতে কোনো মানুষ, এমনকি কোনো পোপ কি নিশ্চিত হতে পারেন যে, দশম পুরুষ পর্যন্ত তার কোনো পূর্বপুরুষ অবৈধ সম্পর্কের ফসল ছিলেন না? ব্যক্তির নিজের পিতামাতা (২ জন), প্রত্যেকের পিতামাতা (৪ জন).... প্রত্যেকের পিতামাতা (৮ জন) ... এভাবে দশম পুরুষ পর্যন্ত ১০২২ জন পূর্বপুরুষ। কোনো ব্যক্তির দশম পূর্বপুরুষ পর্যন্ত ১০২২ জন মানুষের মধ্যে একজনও যদি অবৈধ সম্পর্কের ফসল হন তবে তিনি মাবুদের সমাজে প্রবেশ করতে পারবেন না।

শুধু দশম পুরুষ পর্যন্তই নয়, বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বর পিতার অপরাধে লক্ষকোটি পুরুষ পর্যন্ত সকল সন্তানের

শাস্তির ব্যবস্থা করেন। আমরা দেখেছি, নতুন নিয়মের বিভিন্ন বক্তব্য অনুসারে ঈশ্বর আদমের পাপের কারণে কিয়ামত পর্যন্ত সকল আদম-সন্তানকেই পাপী গণ্য করেন। (রোমীয় ৫/১২, ১৭-১৯, ১ করিন্থীয় ১৫/২২)।

সম্মানিত পাঠক, অপরাধীর বংশধরই শুধু নয়; ঈশ্বর অপরাধীর কারণে সম্পূর্ণ নিরপরাধ অনেক মানুষকে শাস্তি দেন (আদিপুস্তক ৩/১৪-১৬, আদিপুস্তক ২০/১৮)। তিনি একের অপরাধে অন্যকে বিনষ্ট করেন (যিহশূয় ২২/২০; ২ শমূয়েল ১২/১৪)

সাধারণ বিবেকে একের অপরাধে অন্যের, পিতার অপরাধে পুত্রের বা পরবর্তী প্রজন্মগুলোর শাস্তি প্রদান নিশ্চিত জুলুম ও অন্যায়। মহান সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ প্রেমময় স্রষ্টা এরূপ করবেন বলে ধারণা অত্যন্ত আপত্তিকর বলেই প্রতীয়মান।

ফুটনোট

[1] Scott Bidstrup, What The Christian Fundamentalist Doesn't Want You To Know: A Brief Survey of Biblical Errancy. http://www.bidstrup.com/bible2.htm

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=14251

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন